|  |
| --- |
| **সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

একটি আদর্শ সমাজ বিনির্মাণে সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। বাংলাদেশের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে ধারণ করে সাহিত্য, শিল্পকলা, সংগীত, নাট্যকলা ও সংস্কৃতির সকল শাখার পরিপূর্ণ বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধন এবং প্রগতিশীল, অসাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় গোঁড়ামিমুক্ত একটি সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংরক্ষণ, লোকজ সংস্কৃতির প্রসার, শুদ্ধ সংগীত এবং নাট্যকলার চর্চা, রবীন্দ্র-নজরুল সংগীতের ব্যাপক প্রসার, ঋতুভিত্তিক সাংস্কৃতিক মেলার আয়োজন, গণগ্রন্থাগার ব্যবহারে প্রণোদনা প্রদান ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধনের পাশাপাশি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সংস্কৃতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশে পুরুষের পাশাপাশি নারী জনগোষ্ঠীর শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ লাভের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, প্রত্নতাত্ত্বিক, নৃতত্ত্ব, মুক্তিযুদ্ধ ও সমকালীন শিল্প সংস্কৃতি ইত্যাদির নিদর্শন সংগ্রহ, সংরক্ষণ, গবেষণা, প্রদর্শন, প্রকাশনা ও উন্নয়ন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদন ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহযোগিতা সম্প্রসারণে এ মন্ত্রণালয় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এছাড়া জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন দিবস, যেমন–ঐতিহাসিক ৭ই মার্চ উদ্‌যাপন, একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, একুশে পদক প্রদান, রবীন্দ্র-নজরুল জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন এবং ১লা বৈশাখ বাংলা নববর্ষ উদ্‌যাপনে এ মন্ত্রণালয়ের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, বাংলাদেশের প্র্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০২১-৪১, ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, জাতীয় সংস্কৃতি নীতি- ২০০৬ সহ সরকারের বিভিন্ন নীতিসমূহে সর্বস্তরের জনগণের জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫, ২৩, ২৩(ক) ও ২৪ নম্বর অনুচ্ছেদের নির্দেশনা অনুসারে বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত, নাটক ইত্যাদি সুকুমার শিল্পের সৃজনশীল উন্নয়ন ও বিকাশে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় নিরন্তর কাজ করে যাচ্ছে। সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের ফলে নারীর প্রতি সনাতনী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে এবং দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে নারী-পুরুষের সমসুযোগ লাভের সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ১০.২ অনুসারে বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, জন্মস্থান, ধর্ম অথবা অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির প্রবর্ধন বিষয় উল্লেখ আছে। জাতীয় সংস্কৃতি নীতি-২০০৬-এর মূলনীতিতে ‘এই ভূখণ্ডে বসবাসকারী জনগণের হাজার বছরের সংগ্রামী ইতিহাস, ভাষা আন্দোলন, মহান মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ এবং দেশে বসবাসকারী সকল জনগণের ধর্মবিশ্বাস ও চেতনাকে সমুন্নত রাখার জন্য সর্বাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ, জাতীয় সংস্কৃতির পরিপূর্ণ বিকাশ ও উন্নয়ন, এর অবক্ষয়রোধ এবং জাতীয় উন্নয়নে সংস্কৃতির সমন্বয় সাধন করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে সুষ্ঠু উন্নয়ন, প্রচার ও ব্যাপক প্রসারের জন্য সর্বাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ এবং দেশে বসবাসকারী সকল ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ’ বিষয়সমূহ বিবৃত আছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ১০১ | ৭৮ | ২৩ | 22.৮ |
| গণগ্রন্থাগার অধিদপ্তর | ৪৪২ | ৩৫১ | ৯১ | 20.৬ |
| কবি নজরুল ইনস্টিটিউট | ৬২ | ৫৩ | ৯ | 14.5 |
| বাংলা একাডেমি | ২৭৩ | ২১৯ | ৫৪ | 19.8 |
| প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর | ৩৫৩ | ২৯৮ | ৫৫ | 15.৬ |
| বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর | ৩৭৮ | ৩৩২ | ৪৬ | 12.২ |
| বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি | ৫৮৫ | ৪৯৩ | ৯২ | 15.7 |
| অন্যান্য দপ্তর/সংস্থা/ইনস্টিটিউট | ৩৩০ | ২৭৪ | ৫৬ | ১৭.০ |
| **মোট :** | **২,৫২৪** | **২,০৯৮** | **৪২৬** | **16.৯** |

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রাণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| মাতৃভাষাসহ দেশজ শিল্প ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও প্রসার | জেলা ও উপজেলা শিল্পকলা একাডেমি এবং বাংলাদেশ লোক ও কারুশিল্প ফাউন্ডেশনের আওতায় অধিক সংখ্যক নারী শিক্ষা ও শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ক চর্চার সুযোগ লাভ করছে। মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাস্তবায়িত বিভিন্ন অবকাঠামোগত উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের কারণে দরিদ্র নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। বিগত কয়েক বছর থেকে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক অস্বচ্ছল নারী সংস্কৃতিসেবীকে ভাতা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া বাংলা একাডেমি কর্তৃক আয়োজিত অমর একুশে গ্রন্থমেলায় নারীদের জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্টল বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রমের ফলে নারীর আত্মবিশ্বাস, মর্যাদা ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। |
| হাজার বছরের বাঙালি সংস্কৃতির ঐতিহ্য, ইতিহাস ও চেতনার লালন | লোকজ ও কারুশিল্পের প্রশিক্ষণ, মেলা ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড অংশগ্রহণের ফলে নারীর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে এবং মানসিক বিকাশ ঘটছে। ফলে তা নারীর দারিদ্র্য নিরসন ও ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে। |
| জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা | অনলাইনসহ (ই-বুক) অন্যান্য লাইব্রেরি সেবা প্রদান, সৃজনশীল প্রকাশকদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে বই সংগ্রহ, ক্রয় এবং জেলা-বিভাগ পর্যায়ে বই পাঠ প্রতিযোগিতা আয়োজন,সরকারি-বেসরকারি পাঠাগারের অবকাঠামো প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নসহ পাঠাগারে বই পড়ার সুযোগ লাভের মাধ্যমে নারীর মানসিক বিকাশ, বুদ্ধিবৃত্তিক চেতনা ও আর্থ-সামাজিক অবস্থানে ইতিবাচক পরিবর্তন আসছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ১. | অসচ্ছল নারী সংস্কৃতিসেবীদের অনুদান | % | ২০ | ২০.৮ |  |
| ২. | সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা বিষয়ে নারীদের প্রশিক্ষণ | % | ৩৫ | ২৮.2 |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

সংস্কৃতির নিজ নিজ ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য বিগত তিন বছরে ৬6 ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের মধ্যে 14 জন (২1.2%) প্রতিভাবান নারীকে একুশে পদকে ভূষিত করা হয়েছে। এছাড়া উল্লিখিত তিন বছরে 14,171 জনের মধ্যে 2,946 জন (২০.8%) নারী সংস্কৃতিসেবীকে অনুদান প্রদান করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে ৮৯৪টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও কলেজের মধ্যে ১৯৯টি বালিকা বিদ্যালয় ও কলেজকে সাংস্কৃতিক চর্চা বৃদ্ধির জন্য অনুদান প্রদান করা হয়েছে। জেলা পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত গণগ্রন্থাগারসমূহের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে ১৫,৭৩,০৬০ জন নারীপাঠক সেবা গ্রহণ করেছে। আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের মাধ্যমে বিগত তিন বছরে ১,১৭৭ জন নারীকে গবেষণা সেবা প্রদান করা হয়েছে। দেশে-বিদেশে নিয়মিত আয়োজিত সাংস্কৃতিক মেলা, অমর একুশে গ্রন্থমেলা, বিজয় উৎসব, স্বাধীনতা উৎসব, বিভিন্ন মনীষী ও গুণিজনদের জন্ম ও মৃত্যুবার্ষিকী উদ্‌যাপন, রবীন্দ্র ও নজরুল জন্মবার্ষিকী উৎসব, বাংলা নববর্ষ উৎসব এবং মাসব্যাপী চারু ও কারুশিল্প ইত্যাদি মেলায় মূলত নারীদের অংশগ্রহণ বেশি থাকে। বিভিন্ন উৎসবে এ অংশগ্রহণ নারীদের আর্থিকভাবে উপকৃত করার পাশাপাশি মানসিক বিকাশেও বিরাট ভূমিকা রাখছে। সাংস্কৃতিক চুক্তি বাস্তবায়নের আওতায় ২০২১-২২ অর্থবছরে ১৭টি সাংস্কৃতিক দলের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। এর মাধ্যমে নারীরা তাদের সৃজনশীল মেধা এবং দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ পান, যা নারীর বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* নারীবান্ধব সাংস্কৃতিক অঙ্গন প্রতিষ্ঠার জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগ থাকা সত্ত্বেও সামাজিক ও ধর্মীয় রক্ষণশীলতার কারণে অনেক সময় তা বাধাগ্রস্ত হয়; এবং
* জেলা-উপজেলায় শিল্পকলা একাডেমি প্রতিষ্ঠা, বিভিন্ন বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক চর্চা কার্যক্রম সম্প্রসারণের মাধ্যমে অধিক সংখ্যক নারী জনগোষ্ঠীর শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে শিক্ষা ও চর্চার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে। কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক নানাবিধ প্রতিবন্ধকতার কারণে নারীদের আশানুরূপ অংশগ্রহণ পরিলক্ষিত হয় না।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* জ্ঞানভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দেশব্যাপী পাঠাগার স্থাপন এবং পাঠাগারে নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা;
* সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণের মাধ্যমে পারিবারিক ও সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নিরসনে প্রচার অভিযান পরিচালনা করা;
* বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমির মাধ্যমে নারী উন্নয়নে সাংস্কৃতিক উপাদানসমূহের লালন, বিকাশ সাধন ও যথাযথ উন্নয়নের জন্য সংগীত, নৃত্য, নাট্যকলা ও চারুকলাসহ শিল্পকলার বিভিন্ন শাখায় অবদান রাখার লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা;
* বাংলা একাডেমির মাধ্যমে ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সাহিত্য চর্চা, গবেষণা কার্যক্রমে সুযোগ সৃষ্টি করা; এবং
* দুস্থ ও অসহায় এবং অসচ্ছল নারী শিল্পীদের ভাতা প্রাপ্তির সংখ্যা বৃদ্ধি করা।